ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নৌকা প্রতীকের নির্বাচনী জনসভা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে নৌকা প্রতীকের নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে দুধসর ও ফুলহরি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে ভাটই বাজারে এ নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।
দুধসর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম সরোয়ারের সভাপতিত্বে ও ফুলহরি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জামিনুর রহমান বিপুল এর পরিচালনায় নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শৈলকুপা আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, সহ-সভাপতি মকবুল হোসেন, তৈয়ব আলী জোয়ার্দ্দার, জেলা বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. ইসমাইল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ জোয়াদ আলী বিশ্বাস, শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী শেফালী বেগম, সাংগঠনিক সম্পাদক এম হাকিম আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, উপ-প্রচার সম্পাদক এস এম সাহাবুদ্দিন সাবু, সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার, শৈলকুপা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি শামীম হোসেন মোল্ল্যা, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
এ সময় বক্তারা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের উপ-নির্বাচনে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেয়ারম্যান পদে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শেফালী বেগমকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার আহবান জানান। উল্লেখ্য, গত ২০২০ সালের ৪ নভেম্বর শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যান শিকদার মোশাররফ হোসেন সোনা মৃত্যুবরণ করেন। ফলে পদটি শূন্য হওয়ায় তার স্ত্রী শেফালী বেগম আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নৌকা প্রতীকে লড়ছেন।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে চাউল ও ভিজিডির কার্ড বিতরণ

“শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুদা হবে নিরুদ্দেশ” এ স্লোগান কে সামনে রেখে
চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ৩নং কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে ২০২১-২০২২ ভিজিডি চক্রের উপকারভোগীর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় ৩০ কেজি (সরকারী সরবরাহকৃত বস্তায়) খাদ্য শষ্য হিসেবে চাউল ও ভিজিডির কার্ড বিতরণের উদ্বোধন করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ খলিলুর রহমান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সকল ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যবৃন্দ, ইউপি সচিব মোঃ মহিউদ্দীন, ইউপি হিসাব সহকারী কাঃ তপন কুমার, গ্রাম পুলিশসহ উপকারভোগীরা।

জীবননগরে বিট পুলিশিং মতবিনিময় সভা

জীবননগর পৌর সভার লক্ষীপুর ব্রীজ মোড়ে বিট পুলিশিং মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জীবননগর থানা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মুন্সী আঃ সামাদের সভােপিতত্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাদক মুক্ত সমাজ গঠন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বিষায়ক বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল আবু রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ওসি(তদন্ত) ফৈরদৌস ওয়াহিদ, ওসি অপারেশন সুখেন্দু, জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওয়ার্ডের নব-নির্বাচিত কমিশনার জামাল হোসেন খোকনসহ আওয়ামী লীগ নেতা লিটন খান, আঃ কুদ্দুস, যুবলীগ নেতা ছমির খান, কামরুল, ছাত্রলীগ নেতা সুজন, লাভলুসহ এলাকার দুই শতাধীক নারী পুরুষ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এস আই নাসিরুল আলম।

আলমডাঙ্গায় পানি সরবরাহের পাইপ লাইন স্থাপন

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি বলেন, ইচ্ছা থাকলে দেশের উন্নয়ন করা সম্ভব, এই প্রকল্পের পিডি যে মন্তব্য করেছেন, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই, মঞ্চে এসে দুচারটে কথা যারা বলে যান, তাতে দেশের উন্নয়ন হয় না।
উন্নয়ন করতে হলে ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। যা আমরা কাজ করে দেখিয়েছি। মাত্র ১২ বছর ক্ষমতায় এসে জননেন্ত্রী হাসিনা বাংলাদের জীবন মান অনেক উন্নত করেছেন। আমরা চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায় যে উন্নয়ন করেছি তা কোন সরকারের আমলে কোরতে পারেনি।
পৌর সভায় ১০ কোটি টাকার সুপেয় পানী সরবরাহ ও ড্রেন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হল এবং পৌর যে সামান্য কাজ বাকি থাকলো তা অতি সত্তর করা হবে। আশা করি আগামী কয়েক বছরে আলমডাঙ্গার প্রত্যেক ইউনিয়নের গ্রামকে শহরে রুপান্তরিত করা হবে।

আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পালন করতে যাচ্ছি। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন সুখি সমৃদ্ধ শীল, ক্ষুধামুক্ত, দারীদ্রমুক্ত একটি সোনার বাংলার, কিন্ত উনি তা বাস্তবে দেখে যেতে পারেন নি। উনার কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা তা বাস্তবে রুপ দিচ্ছে।
বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল, অনেক দেশ আজ বাংলাদের মত হোতে চায়। এমনকি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ইমরান খান নিজে বলেছেন, ইউরোপ বা আমেরিকার মত নয়, আমরা বাংলাদেশের মত হতে চাই। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে পৌর সভার চাতাল মোড়ে এমপি ছেলুন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কাজের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এঙই-ওউই) এর আওতায় আলমডাঙ্গা পৌরসভায় পানি সরবরাহের ৩৬.৪৫ কি.মি পাইপ লাইন স্থাপন ও ৫.২৭ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ এর উদ্বোধন

করে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন। অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ৪ বারের পৌর মেয়র হাসান কাদির গনুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুযাডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে এরশাদপুর চাতাল মোড়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ড্রেন ও পাইন লাইন এর কাজের উদ্বোধন করেন। পরে, পৌর এলাকার চাতাল মোড়ে ড্রেন ও আনন্দধামে পানির পাইপ লাইনের কাজের ফলক উন্মোচন করে।
পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন, আমি প্রধান মন্ত্রী জননেন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ। চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের শেষ ঠিকানা আমার প্রান প্রিয় নেতা ছেলুন ভাইয়ের কাছে চির কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ আলমডাঙ্গা পৌর বাসির কাছে। যারা বার বার আমাকে নির্বাচিত করেছেন।
আপনাদের ঋণ আমি কোন দিন ভুলব না। নির্বাচনের আগে ৩৩ টি রাস্তার কাজ শুরু করেছিলাম। ইতোমধ্যে অনেক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই কাজও করোনার কারণে শুরু করতে দেরী হয়ে গেল। তারপরও উদ্বোধন করা হল। আশা করি পৌর বাসিকে নাগরিক সুবিধা দিতে পরব।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প পরিচালক ওয়াজেদ আলি, চুয়াডাঙ্গা জনসাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার এরশাদুজ্জামান মৃদুল, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল, চুয়াডাঙ্গা সাবেক মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়াদ্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুল আলি মাস্টার, রবিউল হক, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মোহামাইন জোয়াদ্দার অনিক, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজি মারজাহান নিতু, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাফিজুর রহমান বাবলু, সাধারণ সম্পাদক মোজাহেদুর রহমান লোটাস জোয়াদ্দার প্রমুখ।

সাংবাদিক বুরহান উদ্দিন মুজাক্কির হত্যায় দোষিদের শাস্তির দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

বার্তাবাজার এর নোয়াখালী জেলা প্রতিনিধি বুরহান উদ্দিন মুজাক্কিরকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে ও দোষিদের গ্রেফতার, শাস্তি এবং বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সামনে প্রায় ঘন্টাব্যাপী এ কর্মসূচির আয়োজন করে স্থানীয় সাংবাদিকরা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলায় কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা বক্তব্য রাখেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সমকাল পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মাহমুদ হাসান টিপু, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ও এস এ টিভির এবং দৈনিক বণিকবার্তা পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, এশিয়ান টেলিভিশন ও দৈনিক দেশ রুপান্তর পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এম রবিউল ইসলাম রবি, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের নির্বাহী সদস্য ও দৈনিক নবচেতনা পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি সাজ্জাদ আহমেদ, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জেলা প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমিন, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের প্রচার সম্পাদক দি ডেইলি ট্রাইবুনাল ও সকালের সময় পত্রিকা জেলা প্রতিনিধি শামীমুল ইসলাম শামীম, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক, দি ডেউলি এশিয়ান এজ ও দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি কাজী আলী আহাম্মেদ লিকু, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের কার্যকারি নির্বাহী সদস্য ও দৈনিক শিকল পত্রিকার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার এম এ জলিল, দৈনিক জবাবদীহি ও দেশকাল পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এম সেলিম, দৈনিক অধিকার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি শাহ্ আলম মিয়া, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি লোটাস রহমান সোহাগ, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের নির্বাহী সদস্য ও আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এবং বর্তমান ঝিনাইদহ টিভির সম্পাদক

সুলতান আল একরাম, দৈনিক জনবাণী পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ময়না খাতুন, মুভিবাংলা টিভি, দৈনিক স্বাধীন বাংলা ও দৈনিক স্পন্দন এবং বার্তাবাজার এর জেলা প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম নিরব।
এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্বাধীন সংবাদ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এস এম রবি, দৈনিক নাগরিক ভাবনা কাইয়ুম হুসাইন পলাশ, ট্রাইবুনাল পত্রিকার শৈলকুপা প্রতিনিধি এ কে এম ফাইজুর রহমান, নিউজ ঝিনাইদহ টিভি (আইপি) এর সম্পাদক আলিফ আবেদিন গুঞ্জন, সাংবাদিক সাজেদ আল হাসান, সমাজের কাগজ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি শেখ হৃদয় আহমেদ পিকুল, বাংলা ৭১ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি অরিত্র কুন্ডু, দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি জাহিদুল হক বাবু, দৈনিক খুলনাঞ্চল পত্রিকার শৈলকুপা প্রতিনিধি সম্রাট হোসেন, সাংবাদিক আব্দুল্লা হৃদয়, টুটুল হোসেন, অনিক হাসান লিখন, মিশন হুসাইন, আজমীর রহমান তরুসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।
এ সময় বক্তারা, সাংবাদিক বুরহান উদ্দিন মুজাক্কির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার উল্লেখ করে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

একুশ আগস্ট মঞ্চে গ্রেনেড ছোড়েন ইকবাল

একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এই মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত পলাতক আসামি ইকবাল হোসেনকে গ্রেফতারের পর র্যাব বলেছে, ২০০৪ সালে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সভা মঞ্চে এই জঙ্গি গ্রেনেড ছুড়েছিলেন।

গ্রেনেড হামলার ১৬ বছর এবং আদালতের রায়ের তিন বছর পর মঙ্গলবার ইকবালকে ঢাকার দিয়াবাড়ি থেকে গ্রেফতারের কথা জানানো হয় র্যাবের পক্ষ থেকে।

গ্রেফতার মো. ইকবাল হোসেন ওরফে ইকবাল ওরফে জাহাঙ্গীর ওরফে

সেলিমের বাড়ি ঝিনাইদহে। তাকে গ্রেফতারের পর মঙ্গলবার কারওয়ান বাজারে র্যাব সদর দফতরে মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইকবাল স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মুফতি হান্নানের নির্দেশে তিনি মঞ্চের দিকে গ্রেনেড ছুড়েছিলেন।

র্যাব জানায়, ঝিনাইদহের ইকবাল একসময় ছাত্রদল করত। পরে জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদে (হুজি) জড়িয়ে পড়েন। ২০০৮ সালে তিনি বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ২০২০ সালের শেষ দিকে তিনি দেশে ফেরেন।

র্যাব প্রধান আল মামুন জানান, ২০০৮ সালে ইকবালকে গ্রেফতারের জন্য ঝিনাইদহে তার বাড়িতে এবং পরবর্তীতে গাজীপুর ও সাভারসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু ইকবাল আত্মগোপন করেন।

ইকবালের দেশত্যাগের তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, ইকবাল ২০০৮ সালে দেশ ত্যাগ করেন। প্রবাসে আত্মগোপনে থাকাবস্থায় প্রথমে সেলিম এবং পরে জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে। একপর্যায়ে ইকবাল প্রবাসে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত হলে তাকে ২০২০ সালের শেষের দিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

র্যাব মহাপরিচালক বলেন, দেশে ফেরত এসে জঙ্গি ইকবাল তার সমমানদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করছিলেন।

তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইকবাল জানায়, সে স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৯৪ সালে কেসি কলেজ, ঝিনাইদহে ছাত্র সংসদে ছাত্রদলের নির্বাচিত শ্রেণি প্রতিনিধি ছিল।

ইকবাল ১৯৯৫ হতে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় ছিলেন জানিয়ে আল মামুন বলেন, দেশে ফিরে এসে জঙ্গি ইকবাল আইএসডি ফোন ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। এসময় সে, সর্বহারা ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে বিরাধে জড়িয়ে পড়েন।

‘২০০১ সালে তার চিন্তা-চেতনা ও মনস্তাত্বিক পরিবর্তন আসে এবং ঝিনাইদহের স্থানীয় এক জঙ্গির মাধ্যমে সে হরকাতুল জিহাদে যোগ দেন। ২০০৩ সালে মুফতি হান্নান ও অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সান্নিধ্যে চলে আসেন এবং জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন।’

দেশে ফেরার পর ইকবালের জঙ্গি সংযোগের তথ্য দিয়ে র্যাব প্রধান

বলেন, ২০০৪ সালে হামলার আগেই ইকবাল ঢাকায় অবস্থান নিয়েছিলেন। আগস্টে মুফতি হান্নানের নির্দেশে সে ঢাকায় চলে আসেন এবং গোপন আস্তানায় অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে মুফতি হান্নানসহ অন্যান্যদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় (তার)।

ইকবাল জবানবন্দির বরাত দিয়ে র্যাব প্রধান বলেন, মুফতি হান্নানের নির্দেশে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় সরাসরি অংশ নেন। মুফতি হান্নান তাকে গ্রেনেড সরবরাহ করেছিলেন। ইকবাল মঞ্চ লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়েছিলেন।

যাবজ্জীবন দণ্ডিত ইকবাল কী করে দেশ ছাড়লেন-এমন প্রশ্নের জবাবে র্যাব প্রধান বলেন, ইকবাল যে সময় দেশ ছাড়েন, সে সময় হাতে লেখা পাসপোর্টের চল ছিল। তিনি নামও পরিবর্তন করেন অন্তত দুবার। তবে তিনি কীভাবে দেশ ছেড়েছেন এবং কীভাবে ফিরেছেন, সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। ইকবাল ‘সমমনা’দের সঙ্গে যোগাযোগেরও চেষ্টা করেন। তবে সমমনা কারা, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি মহাপরিচালক।

তাকে গ্রেফতারের বর্ণনা দিয়ে চৌধুরী আবব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মঙ্গলবার ভোররাত ৩টার দিকে ইকবাল হোসেনকে দিয়াবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি আরও জানান, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) দেওয়া তথ্যে র্যাবের গোয়েন্দা শাখার সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ আভিযানিক দল ইকবালকে গ্রেফতার করে।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে এক সমাবেশে জড়ো হয়েছিলেন সিনিয়র নেতারা। দলটির প্রধান এবং তখনকার বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা ছিলেন ওই সমাবেশের প্রধান অতিথি।

আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে রাস্তায় একটি ট্রাকে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। বিকাল ৩টা থেকে দলটির কিছু মধ্যম সারির নেতা বক্তব্য দেয়া শুরু করেন।

বিকাল ৪টার দিকে শুরু হয় আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের বক্তব্য দেয়ার পালা। দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা তখনও এসে পৌঁছাননি। দলের নেতাকর্মী এবং সমর্থকরা শেখ হাসিনার বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় ছিলেন।

শেখ হাসিনার বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দফায়-দফায় বিস্ফোরণের শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে। সমাবেশে উপস্থিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা প্রথমে বুঝতে পারেননি যে এটি ছিল গ্রেনেড হামলা। অনেকেই ভেবেছিলেন বোমা হামলা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে আঁচ করেছিলেন।

যখন গ্রেনেড হামলা শুরু হয়, তখন মঞ্চে বসা আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা শেখ হাসিনার চারপাশে ঘিরে মানবঢাল তৈরি করেন, যাতে তার গায়ে কোনো আঘাত না লাগে।

যেসব নেতা শেখ হাসিনাকে ঘিরে মানবঢাল তৈরি করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। তখন হানিফের মাথায় গ্রেনেডের আঘাত লেগেছিল। পরে ২০০৬ সালের শেষের দিকে তিনি মারা যান।

গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমান, যিনি পরে মারা যান।

ওই গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন নিহত হন। এতে আহত হন আরও অনেকে।

এ মামলায় মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, এনএসআইয়ের সাবেক দুই মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল (অব.) রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবদুর রহিমসহ ১৯ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী, সাবেক প্রতিমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদসহ ১৯ আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রায়ে আনসার ও ভিডিপির সাবেক ডিজি মেজর জেনারেল (অব.) এটিএম আমিন, সাবেক তিন আইজিপি- মো. আশরাফুল হুদা, শহুদুল হক ও খোদা বক্স চৌধুরীসহ ১১ জন সাবেক সরকারি কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়া রায়ে দণ্ডপ্রাপ্তদের ৫০ হাজার টাকা থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড দেয়া হয়।

১০ অক্টোবর ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক শাহেদ নূর উদ্দিন পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে স্থাপিত জনাকীর্ণ

আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় দায়ের করা হত্যা ও বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে পৃথক দুটি মামলায় আসামিদের এ সাজা দেওয়া হয়।

আলজাজিরার সঙ্গে বিএনপি-জামায়াতের ‘যোগাযোগ’

আলজাজিরাকে ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্ব দরবারে সমালোচিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আলজাজিরার সঙ্গে বিএনপি-জামায়াতের যোগাযোগ রয়েছে। আলজাজিরার তথাকথিত প্রতিবেদনকে দেশের ১৬ কোটি মানুষ গ্রহণ করেনি। ইতোমধ্যে এ প্রতিবেদন মিথ্যা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে শিশু সমাবেশ, আবৃত্তি ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা দিনাজপুর জেলা শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আলকায়েদার সঙ্গে যাদের যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসাবাদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ, তাদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক থাকতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকবে লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, পলাতক তারেক রহমানের। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে এতিমের টাকা আত্মসাতকারী খালেদা জিয়ার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী জামায়াতের। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কোনো মানুষের সঙ্গে আলজাজিরার সম্পর্ক থাকতে পারে না।

খালিদ মাহমুদ বলেন, পৃথিবীর সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষা রক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের। এ ঐতিহাসিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৯৯৯ সালে দেশরত্ন শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় এসে তার কাজ আর এগিয়ে নেয়নি।

পরে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার উদ্বোধন করেন।

তিনি বলেন, আজকের শিশুরা আগামীর বাংলাদেশ। তারা যদি সঠিক ইতিহাস না জানে তাহলে বাংলাদেশ মূলধারা থেকে আবার দূরে সরে যাবে। জাতির পিতার নেতৃত্বে ২১ ফেব্রুয়ারি রক্ত দিয়ে যে ইতিহাস ও চেতনার বীজ তৈরি করেছিলাম, যে সাহসিকতা ও শক্তি অর্জন করেছিলাম। সেখান থেকে অধিকার থেকে স্বাধিকার, স্বাধীনতা থেকে মুক্তিযুদ্ধ। আজকে সেই স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতাকে খাটো করে কথা বলা হয়। তার একটাই কারণ, একজন খলনায়ককে মহানায়কের পাশে বসানোর ষড়যন্ত্র।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইমাম চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সানিউল ফেরদৌস এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সচীন চাকমা।

কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মো. মনিরুজ্জামান জুয়েলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কারসহ সনদ বিতরণ করেন।

পরে প্রতিমন্ত্রী দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে ঝাড়বাড়ী বাসস্ট্যান্ডে সেতাবগঞ্জ ভিশন সেন্টারের উদ্বোধন করেন।

১৩ মার্চ খুলছে না ঢাবির আবাসিক হল

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য আগামী ১৩ মার্চ হল খোলার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সভায় উপস্থিত একাধিক একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য যুগান্তরকে জানান, আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীকে ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ দেওয়া হবে। এরপর ১৭ মে খোলা হবে আবাসিক হল। এর মধ্যে যে সব বিভাগে পরীক্ষা চলছে, সেগুলো চলমান থাকবে। তবে এর মধ্যে নতুন করে কোনো পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হবে না।

এর আগে গত ৩১ জানুয়ারি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য আগামী ১৩ মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খোলার সিদ্ধান্ত নেয় একাডেমিক কাউন্সিল।

গরমে ত্বক ও চুলের যত্ন

বসন্ত শুরু হয়েছে প্রকৃতিতে। রঙিন ফুলে সেজে উঠেছে চারপাশ। যান্ত্রিক শহরের অলিগলিতেও ব্যস্ততা উঁকি দিচ্ছে। ভোরের আলোর ফুটতেই চিরচেনা প্রকৃতিতেও দেখা দিচ্ছে বৈচিত্র্য। বাতাসে বইছে বসন্তের সুবাস আর মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার চাদর নরম রোদের আলোয়। ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে উষ্ণতা। গরমের শুরুর সেই পরিচিত রূপে ফিরতে শুরু করেছে আশপাশে।

শীত শেষে গরমের এ আগমনে ত্বকে এবং চুলের মাঝেও রেখে যাচ্ছে রুক্ষতা আর শুষ্কতার ছাপ। কাজেই গরমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে আপনি চুল এবং ত্বক প্রাণবন্ত আর উজ্জ্বল রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন হার্বস আয়ুর্বেদিক স্কিন কেয়ার ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী শাহীনা আফরিন মৌসুমী।

গরমের এ পুরোটা সময় সবচেয়ে বেশি চোখে পরে চুলের রুক্ষতার বিষয়টি। এর পাশাপাশি চুল পরে যাওয়া কিংবা খুশকির সমস্যা তো আছেই। তাই চুলের চাই প্রতিদিনের যত্নআত্তি। বাইরের ধুলাবালির কারণে চুলের রুক্ষতার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চোখে পরে। এ ছাড়া এ সময়ে চুল আর্দ্রতাও হারায় খুব দ্রুত। তাই চুলের ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছনতার দিকে রাখতে হয় বাড়তি নজরদারি। প্রতিদিন চুলে শ্যাম্পু আর কন্ডিশনার ব্যবহার করা উচিত এ সময়ে। এতে চুল থাকবে পরিষ্কার আর সতেজ। শ্যাম্পুর পাশাপাশি গরমে চুলের যত্নে প্রয়োজন

তেলের। নারিকেল তেলের ম্যাসাজ চুলের জন্য উপযোগী একটি পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে গোসলে যাওয়ার আগে চুলে হালকা হাতে ম্যাসাজ করে নিতে হবে। যাদের চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা আছে তারা নারিকেল তেলের সঙ্গে কাস্টার ওয়েল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এ তেলের ম্যাসাজ চুল পরা বন্ধেও বেশ সহায়তা করে।

এ ছাড়া ঘরোয়া কিছু প্যাক চুলে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আপনার চুল যদি রুক্ষ হয়ে থাকে। তবে একটি পাকা কলার সঙ্গে একটি পেঁয়াজ, হাফ চা চামচ গ্লিসারিন আর এক চা চামচ মধু মিশিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে চুলে এ প্যাক ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়, এতে চুলকে রুক্ষতা থেকেও সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব।

গরমের এ সময়ে চুলের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে খুশকি। এতে চুল যেমন রুক্ষ হয় তেমনি চুল পড়ার সম্ভাবনাও বাড়ে। তাই গরমের এ সময়ে যাদের খুশকির সমস্যা দেখা দেয় তারা দুই টেবিল চামচ মৌরি সঙ্গে এক টেবিল চামচ মেথি সারা রাত ভিজিয়ে রেখে সকালে পেস্ট করে তা চুলে এপ্লাই করতে পারেন। এর পর চুলে শ্যাম্পু করে নিলে খুব সহজেই খুশকি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

এ ছাড়া যাদের চুল পড়ার সমস্যা থাকে তারা দুই টেবিল চামচ আমলকী পাউডার সঙ্গে এক টেবিল চামচ মেথি আর এক টেবিল চামচ শিকাকাই পাউডার মিক্স করে চুলে এ প্যাক ব্যবহার করলে চুল পড়ার সমস্যা খুব দ্রুত দূর হবে।

এ প্যাক সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার ব্যবহার করতে হবে। এতে আপনার চুলে হারানো উজ্জ্বলতা যেমন ফিরে আসবে তেমনি চুল হবে সুন্দর আর এ গরমেও থাকবে প্রাণবন্ত চুলের যত্নের পাশাপাশি ত্বকের যত্নের বেলাতেও রাখতে হবে খেয়াল। যারা বাইরে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটান তাদের সপ্তাহে অন্তত একটি দিন ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত। তবে বাইরে থাকাকালীন যাতে ধুলাবালি মুখের ত্বকে বেশি সময় অবস্থান করতে না পারে তার জন্য পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলে ভালো হয়। এ ছাড়া শুষ্ক ত্বকের জন্য ফেসওয়াস হিসাবে দুধের সঙ্গে বেসন ভালো করে মিক্স করে ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া সপ্তাহে একদিন চার থেকে পাঁচটি কাঠবাদাম দুধে কিছু সময় ভিজিয়ে রেখে ব্লেন্ড করে তাতে কয়েক ফোঁটা মধু এবং একটি ডিমের কুসুম মিক্স করে প্যাক আকারে মুখে ব্যবহার করতে পারেন। মুখের থাকা প্যাক শুকিয়ে এলে তা কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বক আগের থেকেও উজ্জ্বল আর মসৃণ হবে। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য তিন টেবিল চামচ মুগ

ডালের বেসন আর হাফ টেবিল চামচ মেথি মিক্স করে বোতলে রেখে দিতে পারি। মুখ ধোয়ার সময় পানির সঙ্গে মিক্স করে তা ফেসওয়াশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। এ ছাড়া দুই টেবিল চামচ মুলতানি মাটি, হাফ টেবিল চামচ লেবুর খোসা পেস্ট, আট থেকে দশ ফোঁটা লেবুর রস আর তিন থেকে চার ফোঁটা মধু মিক্স করে সেই প্যাক মুখে ব্যবহার করতে পারেন। এতে করে মুখের তৈলাক্ত ভাব যেমন কমে আসবে তেমনি বলিরেখা কমাবে এবং ত্বক উজ্জ্বল আর সুস্থ রাখবে গরমের সম্পূর্ণ সময়জুড়ে।

সৈয়দপুর পৌরসভায় ৫০ বছরে এই প্রথম নারী কাউন্সিলর প্রার্থী

নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভা নির্বাচনে ১৫নং ওয়ার্ডে সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পারুল বেগম।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে এই প্রথম পৌরসভায় ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে পুরুষের সঙ্গে ভোটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠে নেমেছেন একজন নারী।

এই ওয়ার্ডে মোট ছয় প্রার্থী সাধারণ কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে সাধারণ কাউন্সিলর পদে প্রথম নারী হিসেবে গাজর প্রতীক নিয়ে পারুল বেগম এলাকায় নারী ও পুরুষ ভোটারদের মধ্যে দারুণ প্রভাব ফেলেছেন।

কাউন্সিলর প্রার্থী পারুল বেগমের সঙ্গে কথা হলে তিনি এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন, বিগত সময় যারা এ ওয়ার্ডে কাউন্সিলর হিসেবে ছিলেন নীতিগতভাবে তারা কী করেছে সেটি আমি বলব না। তবে আমি কাউন্সিলর হলে এলাকার বিরাজমান যে সমস্যাগুলো ধারাবাহিকভাবে চলমান সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করব।

তিনি বলেন, আমার এলাকায় মাদক, জুয়ার কারণে যুবসমাজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, চলছে নারী নির্যাতন। এলাকার মুরব্বিদের সঙ্গে নিয়ে এসব অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে বিপথে থাকা যুবকদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব।

আমাদের এলাকায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর আমিই প্রথম নারী যে সৈয়দপুর পৌরসভায় সাধারণ কাউন্সিলর আসনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে নির্বাচন করছি। আমি সাহসিকতার সঙ্গে এই এলাকায় বাল্যবিবাহ এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থাকব ইনশাআল্লাহ।